দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

023

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অথাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা এবং জাতীয় অগ্রগতি পাশাপাশি চলতে থাকে। যে জাতি যতো শিক্ষিত সে জাতি ততো উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানব মনে প্রকৃতিকে জানার যে অদম্য স্পৃহা সে স্পৃহা থেকেই জন্ম নিয়েছে আজকের অভাবনীয় এই বৈজ্ঞানিক সালফ্য। একমাত্র শিক্ষাই মানব জাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। প্রকৃতির ভয়াল পরিবেশ থেকে মানুষকে মুক্তির সনদ দান করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান; অর্থাৎ শিক্ষা।

যে জাতির শিক্ষার হার যতো নগণ্য সে জাতি প্রকৃতির গাঢ় কুহেলিকার পরশ হতে মুক্তি লাভ করতে পারছে না। ছিড়ে ফেলতে পারছে না অভিশাপের সুশৃংখলিত জিঞ্জির। দারিদ্র্যের অজ্ঞতার নির্মম কষাঘাতে আজও তারা নিষ্পেসিত। আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক ইতিহাস। সেই ইতিহাস বহন করে শিক্ষার গুরুত্ব। শিক্ষাই মানব মুক্তির যথার্থ চাবিকাঠি।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল বাংলাদেশে শিক্ষার গুরুত্ব যে কতো তীব্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অশিক্ষিত জনগণের কাছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা যাবে না। যেহেতু তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। অজ্ঞলোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। ফলে জনসংখ্যার এই মহাবিস্ফোরণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হলে শিক্ষার দাবী অগ্রগণ্য। শিক্ষাই মুক্তি দিতে পারে দারিদ্র্যের মতো মহামারীর করাল গ্রাস থেকে। বৃহত্তর জাতীয় উন্নতির সঠিক সমাধান হিসাবে শিক্ষার কোন বিকল্প থাকতে পারে না। যে জাতি যতো শিক্ষিত সে জাতি ততো উন্নত— একথা আমাদের শুধু মুখে বললে চলবে না। জাতীয় চাহিদার সর্বাগ্রে একে স্থান দিতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমাদের জাতীয় উন্নতির মূল কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

শিক্ষাই যদি জাতীয় উন্নতির মূল উপাদান হয়, তবে শিক্ষার দাবী অগ্রগণ্য হতেই হবে। একটা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষাকে যদি জাতীয়করণ করা হয় তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা দূর করা হবে এবং সম্মানীয় শিক্ষকগণ মানসিক কর্মপীড়ার কষাঘাত থেকে মুক্তি লাভ করে সত্যিকার জাতি গঠনমূলক কাজে অকৃত্রিম প্রেরণা লাভ করবেন। ফলে আশা করা যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দৈন্যতা বিরাজ করছে তার নিরাময় হবে এবং জাতি দেখতে পাবে ভবিষ্যত উন্নতির সোনলী উষা। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা তখন আনবে নব দিগন্তের সোনালী

—শওকত ইবনে ইস